ফিলিস্তিন
একজন সালাহুদ্দীনের অপেক্ষায়

ড. নুর আলম খলিল আল-আমিনী
শাহেদ হারুন অনূদিত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নুর আলম খলিল আল-আমিনীর পিতা ছিলেন হাফেজ খলিল। প্রতিভবান এ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ভারতের বিহার রাজ্যের মোজাফফরপুর জেলার হারপুর বেশি গ্রামে ১৯৫২ সাল মোতাবেক ১৩২৭ হিজরীতে। মুসলিম এই অভিজাত খানদান আবু বকর রাযি.-এর বংশধর। তবে অন্যান্য অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষদের মতোই তিনি তাঁর বাবাকে হারান মাত্র তিন মাস বয়সে। এরপর তিনি তাঁর দাদা আর মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত হন। আমাদের মতো বাংলাভাষী পাঠকসমাজ জেনে আনন্দিত হব যে, প্রয়াত এই পিতা দিনাজপুরেরই কোনো এক মাদরাসায় পড়াতেন। দরস দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালনের সময়ই তিনি তাঁর প্রথম সন্তান নুরের ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর পান। প্রথম সন্তানের খবর পেয়েই তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটি নিয়ে বিহার এলাকায় ছুটে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন তাঁর এলাকা কলেরায় আক্রান্ত। প্রাণের সন্তানকে দেখতে গিয়ে তিনি নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর ওফাত। যে ছেলের নাম রেখেছিলেন খলিল, সে ছেলে তিন মাসেই এতিম হয়ে পড়ে।

বয়স চার হলে তিনি তাঁর নানার হাতে বাগদাদি কায়দা পড়া শুরু করেন। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, তার নানাও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। অগত্যা তিনি রামপুর-গ্রাম গিয়ে মৌলভী ইবরাহীমের শিস্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি গুলিস্তাঁ আর বুস্তাঁ পাঠ শুরু করে দেন। এখান থেকেই তাঁর কিতাব পড়ার যাত্রা শুরু হয়—যা আর কখনো শেষ হয়নি। কিতাবী ইলমের পাশাপাশি তিনি মাওলানা সফিউল্লাহ ফতেহপুরীর মুরীদী গ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মুরীদ। তাঁর হাতেই শুরু করেন আত্মশুদ্ধির যাত্রা। তাঁর বিদ্যাচর্চাও আধ্যাত্মিকতায়

বলিয়ান ছিল। তিনি নিজেই বলেন, তখন তারা যে কবিতাগুলো পড়তেন সেগুলো দুনিয়াবিমুখতাকে উৎসাহিত করত। সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল কম ঘুমানো, স্বল্পাহার আর মিতভাষিতাকে উৎসাহিত করার কবিতা। সেই বয়সেই মুরশিদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি রাত জেগে ইবাদত করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

এভাবে তিনি ইলম ও তাযকিয়া চর্চা করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। যখন তাঁর ওস্তাদ মুহতারাম দেখলেন, তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর ভালো দক্ষতা অর্জন করেছেন তখন তাঁর মুরব্বিরাই তাকে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানে তিনি ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করে তাঁর উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু করেন। সেটা ছিল ১৯৬৮ সাল। আরো সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল তিনি সেখানে শ্রেষ্ঠ আরবী ভাষাবিদ আল্লামা ওয়াহিদুদ্দীন কিরানাওইর সোহবতে আরবী ভাষার সমুদ্রে ডুব দেবার সাহস পান। তাঁর কাছ থেকে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উৎস আখ্যা দেওয়া যায় এমন গ্রন্থ মাকামাতে হারীরী পড়েন। মহান এই চিন্তাবিদ ও আরবী সাহিত্যিক তাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে রফীকে আ'লার সান্নিধ্যে চলে যান ১৯৯৫ সালে। তিনি স্বীকার করেন এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতাই ছিল সবচাইতে বড় নিয়ামক।

দেওবন্দে থাকাকালীন তিনি শাইখুল হাদীস নাসির আহমদ খান, আল্লামা মেরাজুল হক, আল্লামা কমরুদ্দীন, আল্লামা মুহাম্মদ নাঈমসহ আরো অনেক মুহাদ্দিস ও ফুকাহাগণের হাত থেকে ইলম হাসিল করেন। যাই হোক, বলা যায় শুধু আরবী ভাষাই নয়, ইসলামের অন্যান্য জ্ঞানের শাখাগুলোতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে।

জীবনের নতুন এক মোড়

দেওবন্দে পড়াশেষে তিনি অনুভব করলেন তাঁর জ্ঞানের পিপাসা মোটেও মেটেনি। তাই তিনি চলে গেলেন বিভিন্ন মুহাদ্দিস, ফুকাহা এবং

সাহিত্যিকগণের কাছ থেকে উপকৃত হতে। ১৯৭১ সালে তাঁর ইচ্ছা হলো আরবদেশে আরবদের মাঝে থেকে আরবী শিখবেন। এই চিন্তা নিয়ে তিনি দ্বারস্থ হলেন তাঁর দিল্লীর ওস্তাদে মুহতারাম মুহাম্মদ মিয়ার। তিনি তাঁকে বললেন, নিজ হাতে দরখাস্ত লিখতে ইসলামী ও আরবী সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তী আবুল হাসান আলী নদভীর কাছে। কথামতো তিনি তাই করলেন। আলী মিয়ার কোমল হাতে যখন এই চিঠি এল তখন তিনি এক তরুণের আরবী ভাষাশৈলী দেখে মুগ্ধ হলেন। আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কাজই ছিল হারানো মানিককে সযত্নে তুলে নিয়ে তাকে উম্মতের কল্যাণে কাজে লাগানো। তিনি সারাজীবনের জন্য তাঁকে আগলে ধরে রাখলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ উদারতার খাতিরে তাঁকে সুপারিশ লিখে দিলেন। তবে বললেন, সম্ভব হলে তাঁর সাথে একটু দেখা করতে। এ যেন সম্রাটের ডাক। তিনি কালক্ষেপণ না করে চলে গেলেন নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ। সেটা ১৯৭২ সালের কথা। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তরুণ সাহিত্যিকের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাকে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় যেতে না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিলেন। এই কিংবদন্তীর সহযোগী হওয়াটাই তাঁর চিন্তা-চেতনা আর যোগ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মহান সম্রাট তাঁর সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে তাকে গড়ে তোলেন নিজ হাতে।

যোগ্যতার দ্রুত উন্নতি মূল্যায়ন করার নিমিত্তে তিনি তাকে দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। আল্লামা ওয়াহিদুদ্দীন কিরানাওইর শাগরেদ হওয়ায় সেখানের সব ছাত্ররা তাকে বেশ মূল্যায়ন করতেন। তারা আকাঙ্ক্ষা করত দুই মহারথীর এই শাগরেদের কাছ থেকে যদি আরবী রচনাচর্চার সুযোগ করা যেত।

১৯৮২ সালে তিনি আল্লামা ওয়াহিদুদ্দীন কিরানাওইর ডাকে সাড়া দিয়ে দেওবন্দ চলে যান। সেখানে ওস্তাদ তাকে আরবী মাসিক পত্রিকা *আদ-দাঈর* সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন। এর পাশাপাশি তাকে দেওবন্দের আরবী সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দেন। আর আজ অবধি তিনি তাঁর কাঁধে ন্যস্ত দায়িত্বগুলো

নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। দীন-দুনিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখে মুসলিমবিশ্বকে একের পর এক দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সমকালীন মুসলিমবিশ্বের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার লেখাগুলো বিশ্বব্যাপী বেশ সমাদৃত হয়ে আসছে। তারই অন্যতম প্রয়াস হচ্ছে আমাদের এই বইটি। আরবীতে লেখার সুবাদে আরববিশ্বে এটা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করে। এর গুরুতের কথা চিন্তা করেই *রাহনুমা প্রকাশনী* এই বস্তুনিষ্ঠ বইটি অনুবাদ করার পরিকল্পনা হতে নিয়েছে। আশা করি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য ফিলিস্তিন বিষয়ে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে।

আল্লাহ আমাদের সবার মেহনতকে সফল হিসেবে কবুল করুন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও সাহিত্য কর্ম

১. *الصحابة و مكانتهم في الإسلام* (*ইসলামে সাহাবাগণের মর্যাদা*) ১৯৭৯ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত।

২. *مجتمعاتنا المعاصرة و الطريق إلي الإسلام*–*আমাদের সমকালীন সমাজ এবং ইসলামের পথ*।

৩. *الدعوة الإسلامية بين دروس الأمس و تحديات اليوم*– *অতীত শিক্ষা এবং সমকালীন চ্যালেঞ্জের মাঝে ইসলামী দাওয়াত*। এটি প্রকাশ করে মরক্কোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পুঞ্জ, ফাস, মরক্কো।

৪. *المسلمون في الهند بين خدعة الديموقراطية و أكذوبة العلمانية* *গণতন্ত্রের প্রতারণা আর ধর্মনিরপেক্ষতার মিথ্যা আশ্বাসের মাঝে ভারতের মুসলমান*।

এছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন যা সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ সমাদৃত হয়। আল্লাহ তাকে আরো ইলমী খেদমত করার তাওফিক দিন।

সূচিপত্র

মানবতার পূর্ণতাবিধানে নবীগণের জীবন ও শিক্ষা

ইতিহাসের আলোকে ইহুদী-ফিলিস্তিনি সম্পর্ক--১৯
ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরব-উপদ্বীপের ইহুদীরা--২০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
আবির্ভাবের পর ইহুদী সম্প্রদায়--২৭
ইসলামের বিজয়ের পর ইহুদীদের অবস্থান--৩৭
মুসলিম স্পেনে ইহুদী সম্প্রদায়--৩৯
উসমানী সাম্রাজ্যে ইহুদী সম্প্রদায়--৪৪
ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আরব বিশ্বের ইহুদী জনমিতি--৫৫
ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান--৫৯
ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য--৬১
মুসলমানদের অন্তরে ফিলিস্তিন--৬২
মসজিদুল আকসার ভৌগোলিক অবস্থান--৬৩
শামের উপর ফেরেস্তাদের ডানা ছড়িয়ে রাখা--৬৫
মসজিদুল আকসায় নামায পড়ার বাড়তি সওয়াব--৬৬
যে সময় মসজিদুল আকসা দর্শন করা যায়--৬৬
মসজিদুল আকসা বিজয়ের ব্যাপারে সুখবর--৬৭
মসজিদুল আকসায় যারা নামায পড়বে
তাদের জন্য সুলাইমান আলাইহিস-সালামের দোয়া--৬৭
ফেতনার সময় আহলে ঈমানদের ঈমান সমুন্নত থাকা--৬৮
আখেরি জামানায় বাইতুল মাকদিস হবে খেলাফতের ঘাঁটি--৬৮
মসজিদুল আকসা : কাবা শরীফের পর নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ--৬৯
মুসলমানদের প্রথম কেবলা--৬৯
বাইতুল মাকদিস এবং আশেপাশের সবকিছুতে
আল্লাহ বরকত দান করেছেন--৬৯
এখান থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাঁর ইসরা ও মেরাজের যাত্রা শুরু করেন--৭০
মসজিদুল আকসার জন্য মুসা আলাইহিস সালামের দোয়া--৭১

এই মসজিদের জন্য বাহনের গতি বাড়িয়ে দেওয়া যায়--৭১
আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের ঘাঁটি--৭১
এর অদিবাসীদের নিষ্ঠার মধ্যেই উম্মতের নিষ্ঠার প্রতিফলন--৭২
এখানকার মুনাফিকরা ক্ষোভে দুঃখে মারা যাবে--৭২
এখানে বসবাস করতে উৎসাহিত করা হয়--৭২
বাইতুল মাকদিস হচ্ছে রোজ-হাশরের ময়দান--৭৪
সেখানে হিজরত করার জন্য উৎসাহ প্রদান--৭৪
ঈসা আলাইহিস সালাম এবং দাজ্জাল নিধন--৭৫
মালহামাতুল কুবরা বা মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্র--৭৫
ফিলিস্তিনের গুরুত্বপূর্ণ নগরসমূহ--৮০
তার বিখ্যাত মসজিদসমূহ--৮৩
বাইতুল মাকদিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস--৮৪
বাইতুল মাকদিসের মুসলিম ইতিহাস--৮৯
দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর প্রকৃত উত্তরসূরি--৯৭
ইসরাঈলী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র--১০১
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা--১০২
উসমানী খলীফার আত্মসম্মান--১০৩
উসমানী খেলাফতের বিলুপ্তি সাধন--১০৫
যায়নবাদের উৎপত্তি--১০৭
ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক চিন্তা--১০৭
আন্তর্জাতিক যায়নবাদের উৎপত্তি--১০৮
ইহুদী দখলদারিত্ব আর বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতা--১০৮
ছিনতাই করা রাষ্ট্রের ঘোষণা--১১১
ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণ আর শরণার্থী সমস্যা--১১১
জেরুসালেম ও মসজিদুল আকসার উপর যায়নবাদীদের হামলা--১১৫
ইহুদীকরণের বিভিন্ন ধাপ--১১৬
নগরীর সীমানা নির্ধারণ--১১৮
১৯৪৬-১৯৪৮ সালের সীমানা--১১৯
জেরুসালেম ও আল-কুদস : পরিভাষা ও তত্ত্ব--১২০
বাইতুল আকসার মানচিত্র : বাইতুল আকসা--১২৩

বর্তমান অবস্থা--১২৩
আল-কুদস হারামের দৈর্ঘ্য--১২৪
এর আয়তন--১২৪
উজ্জ্বল গম্বুজের আকৃতি--১২৪
ডোম অব রকের আকার ও আকৃতি--১২৫
আল-আকসা মসজিদ--১২৫
মসজিদুল আকসার গম্বুজসমূহ--১২৫
মসজিদুল আকসার মিনারসমূহ--১২৬
মসজিদুল আকসার হলসমূহ (রাওয়াক)--১২৬
হারাম এলাকার সড়কসমূহ--১২৭
হারাম এলাকার কুয়াসমূহ--১২৭
হারামে কুদসের দরজাসমূহ--১২৮
হরামের ওয়াকফকৃত সম্পদ--১২৮
কাতানিন বাজারের কাছে অবস্থিত দোকানসমূহ--১২৯
হারাম শরীফের জামে মসজিদসমূহ--১২৯
হারামে আকসার পাঞ্জেগানা মসজিদসমূহ--১৩০
মসজিদুল আকসার সুড়ংসমূহ--১৩১
মসজিদুল আকসার উপর আক্রমণের পরিসংখ্যান--১৩২
এ বিষয়ে রিসালাতুল ইখওয়ানের মন্তব্য--১৩৮
আল-আকসা ফাউন্ডেশন--১৩৯
রায়েদ সালাহ ইসরাঈলী পরিকল্পনা ফাঁস করে দেন--১৪১
বিভাজন দেয়াল--১৪২
মার্কিন বিচারপতি ছাড়া
আন্তর্জাতিক আদালতের অন্যান্য বিচারকদের অবস্থান--১৪৩
১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের উপর
যে সকল গণহত্যা চালানো হয়--১৪৫
আত্মিক ও নৈতিক সমর্থন--১৫০

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম

ফিলিস্তিন আর তার আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র--১৭৭
ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংগঠন (পিএলও)--১৭৯

ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণ আর শরণার্থী সমস্যা--১৮০
জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত--১৮১
যায়নবাদীদের সাথে শান্তি স্থাপন--১৮৩
গাজা এবং আরীহা চুক্তি--১৮৫
বাইতুল মাকদিসের প্রথম ইন্তিফাদা--১৮৭
দ্বিতীয় ইন্তিফাদা--১৯০
ইন্তিফাদার লাভ--১৯৪
আন্দোলনের অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনিরা
৩৮ হাজার অপারেশন চালায়--১৯৫
গাজা থেকে ইসরাঈলের বেরিয়ে যাওয়া--১৯৬
ফিলিস্তিনি নির্বাচন--১৯৭
নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ আর বিশ্ববাসীর প্রতিক্রিয়া--১৯৮
বাইত হানুনের নারীসমাজ...যারা পুরুষদের চাইতেও সাহসী--২০৩
ইসরাঈলী নেতৃবৃন্দ : বাইত হানুনের নারীরা
সত্যিই এক রূপকথার জন্ম দিয়েছে--২০৫
ফিলিস্তিন সরকার--২০৬
পাথর জেনারেলদের জানাই সালাম--২০৯
একমাত্র ইন্তিফাদা বিষয়টি অমাদের মনে করিয়ে দেয়--২১০
পাথর শিশু ও কিশোরদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা--২১১
যায়নবাদ আর আমাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য--২১২
যা নিয়ে আমাদের যত ভয়--২১৩
মোবারক এই ইন্তিফাদা নিয়ে আমাদের বড় আশা--২১৬
জেরুসালেমের আরব পরিচয়
হয়তো-বা আরবদের এক করতে পারে--২২১
আরব আলোচকগণ জেরুসালেম বিষয়কে কোনো গুরুত্ব দেয়নি--২২৩
শান্তিপ্রক্রিয়া থেকে একমাত্র ইসরাঈল লাভবান হয়েছে--২২৪
সংগ্রামী শিশু-কিশোরদের আমাদের পক্ষ থেকে সুবাসপূর্ণ সালাম--২২৭
শতকোটিরও বেশি মুসলমান থাকতে বাইতুল মাকদিস কখনো হারিয়ে যাবার নয় তবে মুসলমানদের ঐক্যের পথে বাধা কোনটা?--২২৯
উসমানী খলীফা ও আমাদের বর্তমান শাসকরা--২৩০

মানবতার পূর্ণতাবিধানে
নবীগণের জীবন ও শিক্ষা

ইতিহাসের আলোকে ইহুদী-ফিলিস্তিনি সম্পর্ক

ইতিহাস এই সাক্ষী বহন করে যে ইসলাম-আবির্ভাবের আগে থেকেই ইহুদীরা আরব উপদ্বীপে বসবাস করে আসছিল। ইসলাম আসার পরও তারা সকল অধিকার আর মান-মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে থাকে। খেলাফতে রাশেদার যুগেও তারা তাদের নাগরিক অধিকার নিয়ে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করে আসছিল। তারা তাদের এই সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে আসছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ খেলাফত—খেলাফতে উসমানী পর্যন্ত। মুসলমানদের এই উদারতাকে কাজে লাগিয়েই খেলাফতের বিলুপ্তির পর তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মুসলিমবিশ্বের বুকে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বসে। উসমানী খেলাফতের পতনে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র সর্বজনবিদিত। ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সমান তালে বজায় রেখেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করার আগে আমরা শুরুর কয়েক পৃষ্ঠায় মুসলমানরা তাদের সাথে কি ধরনের খোলামেলা ও উদার আচরণ করেছে তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।